মেহেরপুরে ৬৭ হাজার ৪২২ দুস্থ মানুষ পেল প্রধানমন্ত্রীর ঈদ উপহার

কদিন পরে ঈদ। ঘরে চাল নাই। খুবই দুশ্চিন্তায় ছিলাম, ঈদে কি খাবো। আজ ভিজিএফের চাল পেয়ে চিন্তা দুর হলো। খুবই খুশি হয়েছি। প্রধানমন্ত্রীর ঈদ উপহার পেয়ে মটমুড়া ইউনিয়নের হোগলবাড়িয়া গ্রামের আশিতিপর মোছাঃ হাজেরা বেগম ও সুরাতন নেছা বাওট গ্রামের চেনভানু বলেন একথা বলেন।

সিন্দুরকৌটা গ্রামের দিনমজুর রবজেল আলী বলেন, গত কয়েকদিন প্রচন্ড গরমে কাম কাজ নাই। ঘরে খাবার নাই। বউ বাচ্চাকে নিয়ে কষ্টে ছিলাম। আজ চাল পেয়ে ভালো লাগলো।

আসন্ন ঈদ উপলক্ষে মেহেরপুর জেলায় ৬৭ হাজার ৪২২ দুঃস্থ হতদরিদ্র অসহায় মানুষজন পেল প্রধানমন্ত্রীর দেয়া ঈদ উপহার ভিজিএফ এর চাল।

গতকাল শনিবার সকালে গাংনী উপজেলার মটমুড়া ইউনিয়ন পরিষদে আনুষ্ঠানিক কার্যক্রমের মধ্য দিয়ে চাল বিতরণ শুরু হয়।

জেলা ত্রাণ ও পূনর্বাসন কর্মকর্তা মোছা: রনী খাতুন জানান, ২০২৩-২৪ অর্থ বছরের আসন্ন ঈদুল ফিতর উপলক্ষে দুস্থ ও হতদরিদ্র পরিবারের জন্য ভিজিএফ কর্মসূচির আওতায় জেলার ৩টি উপজেলার ২২ টি ইউনিয়নের ৫৯ হাজার ৭২০ টি পরিবারের মাঝে ৫৯৭.২০০ মেট্রিকটন ও ২টি পৌরসভার ৭,৭০২ টি পরিবারের মাঝে ৭৭.০২ মেট্রিক টন চাল বরাদ্দ দেওয়া হয়েছে। এর মধ্যে মেহেরপুর সদর উপজেলার ৭ টি ইউনিয়নে ১১ হাজার ৬৫০ জন উপকার ভোগীর জন্য ১১৬.৫০০ মেট্রিক টন, গাংনী উপজেলার ৯ টি ইউনিয়নে ৪৩ হাজার ৬৫ টি উপকার ভোগীর জন্য ৪৩০.৬৫০ মেট্রিক টন, মুজিবনগর উপজেলার ৪ টি ইউনিয়নে ৫ হাজার ৫ টি উপকার ভোগীর জন্য ৫০.০৫০ মেট্রিক টন, মেহেরপুর পৌরসভা (ক-শ্রেনী) ৪ হাজার ৬২১ টি উপকার ভোগীর জন্য ৪৬.২১০ মেট্রিক টন ও গাংনী পৌরসভা (খ-শ্রেনী) ৩ হাজার ৮১ জন উপকার ভোগীর জন্য ৩০.৮১০ মেট্রিক টন চাল বরাদ্দ পাওয়া গেছে।

গতকাল শনিবার সকাল ১০ টার সময় মটমুড়া, ধানখোলা ও তেঁতুলবাড়িয়া ইউনিয়ন পরিষদে চাল বিতরণের মধ্য দিয়ে গাংনী উপজেলার ৯ টি ইউনিয়নে

ভিজিএফের চাল বিতরণ কার্যক্রমের আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন করেন মেহেরপুর-২ আসনের জাতীয় সংসদ সদস্য ডাক্তার এএসএম নাজমুল হক সাগর এমপি।

চাল বিতরণ অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি ডাক্তার এএসএম নাজমুল হক সাগর এমপি বলেন, ঈদ আনন্দ ভাগাভাগি করতে ও অসহায় পরিবার গুলোর মুখে হাসি ফোঁটাতে ভিজিএফের এই চাল বরাদ্দ দিয়েছেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা। এরই ধারাবাহিকতায় দেশের প্রতিটি দুঃস্থ ও অসহায় পরিবারের হাতে ঈদ উপহার হিসেবে ১০ কেজি করে ভিজিএফের চাল তুলে দেয়া হচ্ছে।

এসময় মটমুড়া ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান সোহেল আহমেদ, ধানখোলা ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান আব্দুর রাজ্জাক ও তেঁতুলবাড়িয়া ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান নাজমুল হুদা বিশ্বাসসহ ইউনিয়ন পরিষদের সচিব, সাধারণ সদস্য (মেম্বর), সংরক্ষিত নারী সদস্য ও অন্যান্যরা উপস্থিত ছিলেন।

এসময় জেলার ২২ টি ইউনিয়ন ও দুটি পৌরসভার উপকার ভোগীদের মাঝে এ চাল বিতরণ করা হয়েছে। পবিত্র ঈদে এসব দুস্থ অসহায় হতদরিদ্র পরিবার ঈদ উপহার হিসেবে ভিজিএফের ১০ কেজি চাল পাচ্ছেন দুস্থ হতদরিদ্র পরিবারগুলো।

মেহেরপুর জেলা আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক ও গাংনী উপজেলা চেয়ারম্যান এমএ খালেক বলেন, অসহায় ও দুঃস্থ পরিবারের ঈদ আনন্দ যাতে নিরানন্দে পরিণত না হয় সে লক্ষ্যে বরাবরই কাজ করে যাচ্ছেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা। দেশের অন্যতম জনবহুল দারিদ্র জনগোষ্ঠীর কথা চিন্তা করে প্রতি ঈদে বিভিন্ন সহযোগিতার পাশাপাশি ভিজিএফ কার্ডের সুবিধা দেন তিনি।

মেহেরপুর জেলা প্রশাসক শামীম হাসান বলেন, প্রধানমন্ত্রীর উপহার পেয়ে অনেক খুশি উপকার ভোগী পরিবার গুলো। জেলা প্রশাসনের কঠোর নজরদারির মাধ্যমে উপহারের চাল বিতরণ করা হচ্ছে।

সড়ক দুর্ঘটনায় আহত দরিদ্র মিঠুনের চিকিৎসায় এগিয়ে এলেন গাংনী মেয়র

গাংনীতে সড়ক দুর্ঘটনায় গুরুতর আহত হতদরিদ্র মিঠুন আলীর (৩৫) এর চিকিৎসার জন্য সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দিলেন গাংনী পৌরসভার মেয়র আহম্মেদ আলী। আহত মিঠুন গাংনী উপজেলার খড়মপুর গ্রামের মৃত্যু মাদার আলীর ছেলে।

গতকাল শনিবার দিবাগত রাত সাড়ে আটটার দিকে গাংনী-কাথুলি সড়কের সাহারবাটি ও ভাটপাড়ার মাঝখানে একটি দ্রুতগতির আলগামনের সাথে মোটরসাইকেলের সংঘর্ষে মিঠুন আলীর ডান পায়ের মালা খুলে পড়ে যায়। পরে তাকে মূমূর্ষ অবস্থায় স্থানীয়রা উদ্ধার করে গাংনী উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে নিয়ে আসেন। সেখানে তার অবস্থা আশংকা জনক হওয়ায় কর্তব্যরত চিকিৎসক তাকে কুষ্টিয়া মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে রেফার্ড করেন।

মিঠুন আলীর নিজস্ব কোনো লোকজন ও টাকা পয়সা না থাকায় কুষ্টিয়া মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে যেতে পারছিলেন না। এসময় গাংনী পৌরসভার মেয়র আহম্মেদ আলী ও তার জামাতা মেহেরপুর জেলা পরিষদের সদস্য মিজানুর রহমান হাসপাতালে যান। সব শুনে আহত মিঠুন আলীর চিকিৎসার সব খরচ বাবদ মেয়র আহম্মেদ আলী ও তার জামাতা মিজানুর রহমান নগদ টাকা প্রদান করেন।

এসময় হাসপাতাল বাজার এলাকার অ্যাম্বুলেন্স তুলে হাসপাতালে পাঠানোর ব্যবস্থা করেন। আগামীতে তার সকল ধরনের সহযোগিতা করারও আশ্বাস দেন।

মেহেরপুর জেলা প্রেসক্লাবের উদ্যোগে ইফতার ও দোয়া অনুষ্ঠিত

মেহেরপুর জেলা প্রেসক্লাবের আয়োজনে ইফতার ও দোয়া অনুষ্ঠিত হয়েছে। গতকাল শনিবার ২৬ রমজান সুর্যাস্তের সাথে সাথে দোয়া ও ইফতার অনুষ্ঠিত হয়।

মেহেরপুর জেলা প্রেসক্লাব আয়োজিত ইফতার পার্টি ও দোয়ার অনুষ্ঠানে প্রধান মেহমান হিসেবে উপস্থিত ছিলেন মেহেরপুর পৌরসভার মেয়র মাহফুজুর রহমাম রিটন।

জেলা প্রেসক্লাব সভাপতি দৈনিক যুগান্তর প্রতিনিধি তোজাম্মেল আযমের সভাপতিত্বে দোয়া পরিচালনা করেন দৈনিক লাখো কন্ঠ প্রতিনিধি রফিকুল আলম বকুল।

ইফতার অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন দৈনিক মেহেরপুর প্রতিদিনের সম্পাদক ও দৈনিক কালের কণ্ঠ প্রতিনিধি ইয়াদুল মোমিন, মেহেরপুর জেলা প্রেস ক্লাবের সাধারণ সম্পাদক ও দৈনিক মেহেরপুর প্রতিদিনের ব্যবস্থাপনা সম্পাদক ও দি ম্যাসেন্জার প্রতিনিধি মাহাবুব চান্দু, মেহেরপুর জেলা প্রেসক্লাবের যুগ্ম সম্পাদক দৈনিক মানবকণ্ঠ ও বাংলা টিভির জেলা প্রতিনিধি আকতারুজ্জামান, বাংলাদেশ সংবাদ সংস্থা (বাসস) ও দৈনিক প্রতিদিনের সংবাদ এর জেলা প্রতিনিধি দিলরুবা ইয়াসমিন, জেলা প্রেস ক্লাবের সহ সভাপতি চ্যানেল নাইন এর জেলা প্রতিনিধি আবু নাসের, দৈনিক ভোরের কাগজ জেলা প্রতিনিধি মোর্তুজা ফারুক রুপক, দৈনিক জবাবদিহি পত্রিকার প্রতিনিধি এ সিদ্দিকী শাহিন, দৈনিক আমাদের অর্থনীতির জেলা প্রতিনিধি মাসুদ রানা, দৈনিক ইত্তেফাক প্রতিনিধি আমিরুল ইসলাম অল্ডাম, দৈনিক নয়া দিগন্ত প্রতিনিধি হারুন অর রশীদ রবি, মাই টিভি প্রতিনিধি মাসুদ রানা, দৈনিক সকালের সময় ও দি ট্রাইবুনাল এর জেলা প্রতিনিধি লিটন মাহমুদসহ জেলা প্রেসক্লাবের সকল সদস্য।

মেহেরপুরে শ্রমজীবী মানুষের মাঝে শুভসংঘের ইফতার বিতরণ

বসুন্ধরা-শুভসংঘ মেহেরপুর জেলা শাখার উদ্যোগে শহরের শ্রমজীবী মানুষ রিক্সাচালক, ভ্যান চালকদের মাঝে ইফতার বিতরণ করা হয়েছে।

গতকাল শুক্রবার বিকালে মেহেরপুর শহরের মল্লিকপড়া মোড়ে পথচলতি শ্রমজীবী মানুষের এ ইফতার তুলেন দেন শুভ সংঘের সদস্যরা।

ইফতার বিতরণকালে কালের কণ্ঠ প্রতিনিধি ইয়াদুল মোমিন, শুভ সংঘ মেহেরপুর জেলা শাখার সভাপতি প্রভাষক (অব.) নুরুল ইসলাম, সহসভাপতি বশির আহমেদ, রফিকুল ইসলাম বকুল, সাবেক সাধারণ সম্পাদক আল ইকরাম সোহাগ, সাংগঠনিক সম্পাদক নাফিউল ইসলাম, কোষ্যধাক্ষ তানজিম হোসেন, সাব্বির আহমেদ, সদস্য ওবায়দুল্লাহ, হাফিজ খান রুদ্র, হাসানুজ্জামান প্রমুখ উপস্থিত ছিলেন। শহরের শতাধিক শ্রমজীবী মানুষের মাঝে ইফতার বিতরণ করা হয়।

এসময় শুভসংঘের সভাপতি নুরুল ইসলাম বলেন, আর্ত মানবতার সেবায় বসুন্ধরা শুভ সংঘ কাজ করে যাচ্ছে। তারই অংশ হিসেবে শ্রমজীবী মানুষের মাঝে ইফতার বিতরণ করা হলো। এ ধরণের মানব কল্যানমুখী কাজ করায় শুভসংঘের মূল ব্রত।

দুর্নীতির আখড়া আমঝুপি ভূমি অফিস

মেহেরপুর সদর উপজেলার আমঝুপি ইউনিয়ন ভূমি অফিসের ইউনিয়ন ভূমি সহকারী কর্মকর্তার (তহশিলদার) বিরুদ্ধে ঘুষ বাণিজ্য, নিজের ইচ্ছামত পরিচালনা, সেবাগ্রহিতাদের সাথে খারাপ আচরণ, হয়রানিসহ নানা অভিযোগ উঠেছে।

জমি খারিজ, খাজনা, হোল্ডিং খোলা, অনলাইন আবেদন অনুমোদনসহ এমন কোন কাজ নেই যেখানে তিনি ঘুষ নেন না। আর এ কাজে তাকে সহযোগীতা

করেন তার ভাগ্নে মাহফুজসহ দুই বহিরাগত ও প্রায় ডজনখানেক দালাল।

অভিযোগ রয়েছে, সাধারণ দলিল খারিজ করতে দালালরা জমা দিলে স্বাক্ষর করতে কেস প্রতি নেন ২০০ টাকা, সরাসরি কেউ জমা দিলে তিন থেকে সাড়ে তিন হাজার টাকা নেন, হোল্ডিং খুলতে নেন ২০০ টাকা, ২০০৫ সালে পূর্বে খারিজবিহীন রেজিস্ট্রি দলিল (মিস কেস) খারিজ করতে কেস প্রতি নেন ২০ থেকে ২৫ হাজার টাকা, একই দলিল কোন দালালের মাধ্যমে জমা হলে স্বাক্ষর করতে নেন ৫ হাজার টাকা, খাজনা দিতে গিলে বিভিন্ন সমস্যা দেখিয়ে অতিরিক্ত টাকা আদায় করেন তহশিলদার ইউসুফ আলী।

অফিস পরিচালনা হচ্ছে দুই বহিরাগত ও এক ডজন দালালে। দালাল ও বহিরাগতদের দিয়ে ভূমি অফিসের মূল্যবান দলিল ও রেজিস্টারের কাজও করানো হচ্ছে। সহকারী ইউনিয়ন ভূমি কর্মকর্তা ইউসুফ আলী এদের মাস্টারলোলের নামে অলিখিত নিয়োগ দিয়েছেন। এছাড়া ওই ভূমি অফিসে দালাল হিসেবে কাজ করেন বলে অনুসন্ধানে পাওয়া গেছে, তারা হলেন-আমঝুপির উল্লাস, মদনা গ্রামের সাহাদ আলী ও জালাল, শ্যামপুরের লোকমান ও শামিম, হিজুলির কালাম ও উজ্জল, চাঁদবিলের ইমন ও আলেক, গোপালপুরের খায়রুল, কোলার লুতফর।

অসিরে স্টাফ হিসেবে বহিরাগত দুজনকে নিয়োগ দিয়েছেন তহশিলদার ইউসুফ আলী। এরা হলেন তহশিলদারের ভাগ্নে মাহফুজ আহমেদ এবং অপরজন ফয়সাল হোসেন। এদের মধ্যে মাহফুজ তহশিলদার অফিসে না থাকলে তহশিলদারের চেয়ারেও বসেন এবং নিজেকে তহশিলদার হিসেবে পরিচয়ও দেন বলে অভিযোগ পাওয়া গেছে।

গত মঙ্গলবার দুপুর ১২ টার দিকে আমঝুপি ইউনিয়ন ভূমি অফিসে গিয়ে দেখা যায়। পাশাপাশি দুটি চেয়ারে বসে আছেন তহশিলদার ইউসূফ আলী ও তার নিয়োগকৃত ফয়সাল হোসেন। ফয়সাল কম্পিউটারে কাজ করছিলেন। তার ভাগ্নে অসুস্থজনিত কারণে সেদিন অফিসে আসেননি। অন্য একটি কক্ষে ভূমি অফিসের রেজিস্টার খুলে বসে ছিলেন দালাল উল্লাস, পাশে একটি টেবিলে পা তুলে বসে ছিলেন আরেক দালাল আসিফ। তরিঘরি করে রেজিস্টার বন্ধ করে উল্লাস এবং টেবিল থেকে নেমে চেয়ারে বসেন আসিফ। উল্লাস বলেন, আমাদের জমির খাজনা দিতে এসেছি। পরে কাগজ মিলিয়ে দেখা হয় জমির কাগজ তাদের নয়।

আমঝুপি ভূমি অফিসের সামনে জেলা প্রশাসন থেকে সেবাগ্রহিতাদের বিশ্রামের জন্য একটি গোল ঘর নির্মাণ করে দেওয়া হলেও খরচ বাবদ

দালালদের নিকট থেকে দেড় থেকে দুই হাজার টাকা করে নেওয়া হয়েছে বলে জানা গেছে।

জানা গেছে, তহশিলদার এর আগে গাংনী উপজেলার করমদি ও সাহারবাটি ভূমি অফিসে কর্মরত থাকা সময়ে সাধারণ মানুষের সাথে খারাপ আচরণের কারণে জনগণের রোষানলে পড়ে সেখান থেকে বদলি হন। পরে সদর উপজেলার বুড়িপোতা ইউনিয়ন ভূ’মি অফিসে বদলি হয়ে আসলে স্থানীয় ইউপি চেয়ারম্যানের সাথেও বিভিন্ন অনিয়ম করায় ঝামেলায় জড়িয়ে পড়েন। সেখানেও তার ভাগ্নে মাহফুজকে তিনি সহকারী হিসেবে নিয়োগ দিয়েছিলেন।

আমঝুপি ইউনিয়নের খোকসা গ্রামের হাছিম উদ্দিন ও রঘুনাথপুর গ্রামের জহুরুল ইসলাম বলেন, তারা দুজনেই মিস কেস বাবদ তহশিলদার ইউসুফ আলীকে ৫ হাজার করে টাকা দিয়েছেন।

রঘনাথপুর গ্রামের ৬০ বছর বয়সী আজাদ আলী কয়েকদিন আগে খাজনা দিতে গিয়েছিলেন আমঝুপি ইউনিয়ন ভূমি অফিসে। তিনি তার খাজনা নিতে বলাতে তহশিলদার তার সাথে খারাপ ব্যবহার করে বলেন, বাইরে বস, কাজ হবে না যা। সেবা নিতে যাওয়া হোল্ডিং দাতাদের সাথে তুমি করে, কখনো আবার তুই করে কথা বলেন তহশিলদার।

আমঝুপি গ্রামের আবুল কাশেম নামের আরেক বয়বৃদ্ধ বলেন, খাজনা দেওয়ার জন্য কয়েকদিন ধরে ভূমি অফিসে ঘুরতে হচ্ছে। আমি যে জমি কিনেছি তার খাজনা এককভাবে নিচ্ছে না। ওই দাগের অন্য শরিকানাদের সমস্ত জমির খাজনা দিতে বলছে। আমি যাদের সাথে জমি কিনেছি তাদের সকল শরিকদের কোথায় পাব। এ দায়িত্ব আমি কিভাবে নেব? টাকা দিলে আবার তারাই সব কাজ করে দেয়। আমি টাকা দিচ্ছি না বলে খাজনা দেওয়া হচ্ছে না।

তহশিলদার ইউসুফ আলী ঘুষ নেওয়ার কথা অস্বীকার করে বলেন, এখন সকল কাজ অনলাইনে করা হয়। অনলাইনে যারা আবেদন করেন সেখানে আমার কোন হাত নেই। আমি অনুমোদন দিতে দেরি করলেও এসি ল্যাণ্ড স্যার সেটা চেয়ে নেন। অফিসে তিনজন স্টাফের মধ্যে একজন অসুস্থ জনিত ছুটিতে রয়েছেন। অফিস চালানোর জন্য মাহফুজ ও ফয়সাল নামে দুজনকে মৌখিকভাবে নেওয়া হয়েছে। তাদেরকে আমার বেতন থেকে যতটুকু সম্ভব টাকা দিয়ে থাকি। দালালের বিষয়ে তিনি বলেন এই অফিসে কোন দালাল নেই।

এ ব্যপারে সদর উপজেলা ভূ’মি কর্মকর্তা ও সদর উপজেলা নির্বাহী

কর্মকর্তার সাথে যোগাযোগ করা হলে দুজনের কেউ ফোন রিসিভ করেননি।
পরে অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক (সার্বিক) মুঃ তানভির হাসান রুমানের সাথে যোগাযোগ করা হলে তিনি বলেন, অভিযোগের প্রেক্ষিতে আমঝুপি তহশিলাদার বিষয়গুলো তদন্ত করে দেখা হবে। তদন্তে দোষী প্রমানিত হলে ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে।

আমঝুপি ইউনিয়ন ভূমি অফিসের আওতায় প্রায় ২৫ হাজার হোল্ডিং দাতা রয়েছেন। তহশিলদার, কমিউটার অপারেটর ও অফিস পিয়ন রয়েছে অফিসটিতে। এর মধ্যে অসুস্থ হয়ে কয়েক মাস ধরে ছুটিতে আছেন কম্পিউটার অপারেটর।

মেহেরপুরে “বুড়িপোতা তরুণ সংগঠন”এর উদ্যোগে ঈদ উপহার বিতরণ

তরুণ ও প্রবাসী দ্বারা পরিচালিত একটি স্বেচ্ছাসেবী সংগঠন “বুড়িপোতা তরুণ সংগঠন” এর উদ্যোগে দুস্থ ও অসহায়দের মাঝে ঈদ উপহার সামগ্রী বিতরণ করা হয়েছে।

শনিবার (৬ এপ্রিল) সকাল সাড়ে ৯ টার দিকে মেহেরপুর সদর উপজেলার বুড়িপোতা ইউনিয়নের ৩ নং ওয়ার্ড ঈদগাহ ময়দানে এর বিতরণ অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত হয়।

এসময় অনুষ্ঠানে মোঃ রেজাউল ইসলাম, মোঃ নাহিদ হোসেন, মোঃ সাহিদ, মোঃ দেলোয়ার,মোঃ রাজু আহমেদ, মোঃ সজিব রানা, মোঃ সাকিব, মোঃ জাহিদ, মোঃ জাকারিয়া, মোঃ আরিফুল প্রমুখ উপস্থিত ছিলেন।

এসময় তারা বলেন, আমাদের নিজেদের পাশাপাশি ইউনিয়নের যারা দেশবিদেশে বিভিন্ন সেক্টরে কর্মরত আছে, তাদের সহযোগিতায় ইউনিয়নের প্রায় ১শত পরিবারে ঈদ উপহার সামগ্রী বিতরণ সম্ভব হয়েছে।

আশাকরি ভবিষ্যতে সমাজের সবাই আমাদের সেচ্ছাসেবী সংগঠনের পাশে দাঁড়াবে, তাহলে আমরা সমাজের উন্নয়নের কাজ করতে সক্ষম হব।

এসময় ওই ইউনিয়নের ১শত দুস্থ ও অসহায়দের মাঝে চাল,ডাল,আটা,তেল,চিনি,সেলাই,লবনসহ বিভিন্ন খাদ্য সামগ্রী এবং শাড়ি ও লুঙ্গি বিতরণ করা হয়।

গাংনীতে ছাত্রলীগের ইফতার ও দোয়া মাহফিল

পবিত্র মাহে রমজান উপলক্ষে মেহেরপুরের গাংনীতে ছাত্রলীগের আয়োজনে ইফতার ও দোয়া মাহফিল অনুষ্ঠিত হয়েছে।

আজ শুক্রবার সন্ধ্যায় গাংনী মহিলা ডিগ্রী কলেজ চত্বরে ইফতার ও দোয়া মাহফিল অনুষ্ঠিত হয়।

গাংনী উপজেলা ছাত্রলীগের সাধারণ সম্পাদক আসিফ ইকবাল অনিকের সভাপতিত্বে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন, মেহেরপুর জেলা আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক ও গাংনী উপজেলা চেয়ারম্যান এম এ খালেক।

এসময় ধানখোলা ইউনিয়ন খ ইউনিট আওয়ামীলীগের সভাপতি আল হামদু মিয়া, গাংনী পৌরসভার ৮ নং ওয়ার্ড কাউন্সিলর হাফিজুল ইসলাম, ২ নং ওয়ার্ড কাউন্সিলর মিজানুর রহমান, উপজেলা যুবলীগের সহ-সভাপতি সালাহউদ্দিন আহম্মেদ, উপজেলা সেচ্ছাসেবকলীগের সদস্য সচিব জীবন আকবর, পৌর সেচ্ছাসেবকলীগের সদস্য সচিব আশিকুজ্জামান পিন্টু, জেলা সেচ্ছাসেবকলীগের প্রচার সম্পাদক রেজাউল করিম, জেলা ছাত্রলীগের যুগ্ন সাধারণ সম্পাদক তপু রায়হান রবিন, উপজেলা ছাত্রলীগের সহ-সভাপতি আশিকুর রহমান, তৌফিক আজিজ মুন্না, সাকিবুর রহমান, যুগ্ন সাধারণ সম্পাদক সাকিল আহম্মেদ, মুন্না হক, সাংগঠনিক সম্পাদক রিমন হোসেন, মটমুড়া ইউনিয়ন ছাত্রলীগের সভাপতি লিখন আহম্মেদ, রাইপুর ইউনিয়ন ছাত্রলীগের সাধারণ সম্পাদক ফয়সাল ফারুক সহ ছাত্রলীগের বিভিন্ন পর্যায়ের নেতৃবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন।

মেহেরপুর চলছে মাঝারি তাপপ্রবাহ, প্রচন্ড গরমে অস্বস্তিতে রোজাদার

চলতি মৌসুমে মেহেরপুর জেলায় মাঝারি তাপপ্রবাহ বয়ে যাচ্ছে। ফলে রোজাদার, দিন মজুর ও শ্রমিকরা পড়েছে বিপাকে। প্রচন্ড গরমে শুধু মানুষ নয়, প্রাণীকুলেও শুরু হয়েছে হাঁসফাঁস।

চুয়াডাঙ্গা প্রথম শ্রেণির আবহাওয়া পর্যবেক্ষণাগার সূত্রে জানা গেছে, আজ শুক্রবার (৫ এপ্রিল) বিকাল তিনটায় চুয়াডাঙ্গা ও মেহেরপুর জেলায় সর্বোচ্চ তাপমাত্রা ৩৮.০ ডিগ্রি সেলসিয়াস এবং বাতাসের আর্দ্রতা ৫৫%। এর আগে বেলা ১২ টার সময় তাপমাত্রা রেকর্ড করা হয়েছিল ৩৪.৫ ডিগ্রি সেলসিয়াস। এছাড়া বাতাসের আদ্রতা ছিল ৫৯%।

আজ বাতাসে জলীয় বাষ্পের পরিমাণ বেশি থাকার কারণে গরমের অস্বস্তি বেড়ে গেছে বলে জানান, চুয়াডাঙ্গা প্রথম শ্রেণির আবহাওয়া পর্যবেক্ষণাগার। মুলত সোমবার (১ এপ্রিল) থেকে আবহাওয়া হরম হতে শুরু করে।

ঐদিন বিকেল ৩টায় ৩৮ দশমিক ৫ ডিগ্রি সেলসিয়াস তাপমাত্রা রেকর্ড করা হয়েছিল। যা চলতি মৌসুমে এই অঞ্চলের সর্বোচ্চ তাপমাত্রা।

এদিকে আবহাওয়া প্রচণ্ড গরম হওয়ায়, জরুরি প্রয়োজন ছাড়া রোজাদাররা বাড়ির বাইরে বেরহচ্ছেন না। রোদের তাপের কারণে শ্রমিক, দিনমজুর, ভ্যান-রিকশা চালকরা অস্থির হয়ে পড়েছেন। সবচেয়ে বেশি বিপাকে পড়েছেন কৃষক ও খেটে খাওয়া মানুষ।।

মেহেরপুর শহরের রিকসা চালক আয়ূব আলী জানান, তিন/ চারদিন বিভৎস হরম পড়ছে। দুপুর থেকে ভাড়া মারতে পারছিনা। রোদ আর গরমের কারনে যাত্রীও ঠিকমত পাওয়া যাচ্ছেনা ।

শোলমারি গ্রামের রিকসা চালক হারান মন্ডল বলেন, দুপুর হলেই শরীরে ক্লান্তি চলে আসছে। ইচ্ছে থাকলেও ভাড়া মারতে পারছিনা। বিকেলের

আগেই বাড়ি ফিরে যেতে হচ্ছে। এমন গরম পড়লে রোজা রেখে ভ্যান চালানো কষ্টসাধ্য হয়ে পড়বে।

গাংনীর মালশাদহ গ্রামের কৃষক আজিবার রহমান বলেন, মাঠে বেরো ধানের সেচ চলছে। রোদের কারণে গরমে বেশিক্ষণ মাঠে থাকা যাচ্ছে না। অনেক রোজাদার কৃষক মাঠে কাজ করছেন। নির্ধারিত সময়ের আগেই বাড়ি চলে যাচ্ছেন।

চুয়াডাঙ্গার প্রথম শ্রেণির আবহাওয়া পর্যবেক্ষণাগারের সিনিয়র আবহাওয়া পর্যবেক্ষক রাকিবুল হাসান বলেন, আজ শুক্রবার চুয়াডাঙ্গা ও মেহেরপুর জেলায় সর্বোচ্চ ৩৮ ডিগ্রি সেলসিয়াস তাপমাত্রা রেকর্ড করা হয়েছে। জেলার ওপর দিয়ে মাঝারি তাপপ্রবাহ বয়ে যাচ্ছে। আগামী কয়েক দিন তাপমাত্রার পারদ ৪০ ডিগ্রির ঘরে উঠতে পারে বলেও জানান তিনি।

মেহেরপুর ২৫০ শয্যার জেনারেল হাসপাতালের তত্বাবধায়ক ডা. জমির মোহাম্মদ হাসিবুস সাত্তার পরামর্শ দিয়ে বলেন, তাপপ্রবাহের কারণে হিট স্ট্রোকের ঝুঁকি থাকে। অতি প্রয়োজন ছাড়া বাইরে বের না হতেও পরামর্শ দেওয়া হচ্ছে। রোজাদারদের সন্ধ্যার পর থেকে বেশি বেশি পানি ও ফলমূল খেতে বলা হচ্ছে। শিশু, কিশোর ও যারা রোজা থাকতে পরছেন না তাদেরকে ঘন ঘন পানি ও শরবত পান করার পরামর্শ দেওয়া হচ্ছে।

মায়ের হাসি ক্লিনিক ম্যানেজার স্বাধীনের বিরুদ্ধে গ্রেফতারি পরোয়ানা

মেহেরপুর প্রতিদিনের ব্যবস্থাপনা সম্পাদক মাহাবুব চান্দুর দায়ের করা ডিজিটাল নিরাপত্তা আইনের মামলায় জামিন পেয়েছেন সাবেক মেয়র মোতাচ্ছিম বিল্লাহ মতু, তার ছেলে মুত্তাকি বিল্লাহ শাফিনসহ ৬ জন।

পলাতক থাকায় সাবেক মেয়রের ক্লিনিকের ম্যানেজার সাইফুল বাহার স্বাধিনের বিরুদ্ধে গ্রেফতারি পরোয়ানা জারি করেছেন আদালত।মামলার বাকি আসামীরা হলেন- প্রকৌশলী তোহিদুল ইসলাম লিওন, সৌমিক ব্রো, শামিম হাসান সোহাগ ও মেহেরাব হোসেন অপি।

গতকাল বৃহস্পতিবার খুলনা বিভাগীয় সাইবার ট্রাইব্যুনাল আদালতের বিচারক কনিকা বিশ্বাস এ আদেশ আদেনর। এর আগে ২৯ আগষ্ট একই আদালতে মামলা দায়ের করেন সাংবাদিক মাহবুব চান্দু। মামলাটি আদালত আমলে নিয়ে কুষ্টিয়া পিবিআইকে তদেন্তর নির্দেশ দেন। পিবিআই তদন্ত শেষে গত ১৮ ফেব্রুয়ারি আদালতে প্রতিবেদন দাখিল করেন। তদন্ত প্রতিবেদনে পিবিআই মামলার অন্যতম আসামি মুত্তাকি বিল্লাহ শাফিনকে বাদ দিয়ে প্রতিবেদন জমা দিলেও আদালত মামলার গুরত্ক বিবেচনায় ৭ আসামিকে অন্তর্ভুক্ত করে সমন জারি করেন। গতকাল বৃহস্পতিবার ৭ আসামির মধ্যে ৬ জন হাজির হয়ে জামিন আবদেন করলে আদালত তাদের জামিন মঞ্জুর করেন। বাকি একজন পলাতক থাকায় তার বিরুদ্ধে গ্রেফতারি পরোয়ানা জারি করেন। এবং আগামী ১৯ মে মামলার চার্জ গঠনের দিন ধার্য করেন আদালত।

মামলায় বাদীপক্ষে খুলনা আইনজীবী সমিতির সাবেক সাধারণ সম্পাদক কে এম ইকবাল হোসেন ও সদস্য মিঠু চন্দ্র বসাক এবং আসামীদের পক্ষে আব্দুন নুর তুষার আইনজীবীর দায়িত্ব পালন করেন।

এর আগে গতবছরের ১ আগস্ট মেহেরপুরের সিনিয়র জুডিশিয়াল ম্যাজিষ্ট্রেট তরিকুল ইসলামের আদালতে ডিজিটাল নিরাপত্তা আইনে আসামীদের বিরুদ্ধে মামলা করেন সাংবাদিক মাহাবুব চান্দু। ঐদিনই কুষ্টিয়া পিবিআই কে তদন্ত দেয় আদালত। মামলার ১৫দিন পর জুডিশিয়াল কোর্ট থেকে বাদীর আইনজীবীকে বলা হয় মামলাটি এখানে নেয়া ঠিক হয়নি। মামলাটি খুলনা সাইবার ট্রাইব্যালে করার পরামর্শ দেন। একইসাথে মামলাটি নথিজাত করা হলো মর্মে আদেশ দেন মেহেরপুর জুডিশিয়াল আদালত। পরবর্তীতে ২৯ আগস্ট ২০২৩ খুলনা সাইবার ট্রাইব্যালে পূনরায় মামলাটি করেন সাংবাদিক মাহাবুব চান্দু। খুলনার মামলার এজাহারেও মেহেরপুরের মামলার কথা উল্লেখ করা আছে।

মামলার এজাহারে জানা গেছে, বাদি মাহাবুব চান্দু ২০ বছর যাবৎ সাংবাদিক পেশায় নিযুক্ত। বর্তমানে তিনি মেহেরপুর জেলা প্রেসক্লাবের সাধারন সম্পাদক ও স্থানীয় দৈনিক মেহেরপুর প্রতিদিন পত্রিকার ব্যবস্থাপনা সম্পাদক হিসেবে কর্মরত রয়েছেন। ইতিপূর্বে তিনি জাতীয় দৈনিক ইত্তেফাক, দৈনিক সংবাদ, প্রতিদিনের সংবাদসহ

বিভিন্ন গনমাধ্যমে সুনামের সাথে মেহেরপুরে সাংবাদিকতা করেছেন।

অনুসন্ধানী সাংবাদিকতায় তার বেশ সুনাম আছে। তার প্রকাশিত সংবাদেও মধ্যে অনেকগুলো সংবাদ আদালত আমলে নিয়ে স্বপ্রণোদিত মামলা করেছেন এবং ভুক্তভোগীরা সুফল পেয়েছেন। বাদী মেহেরপুর প্রতিদিনের অনুসন্ধানী কাজে গত ২৪ জুলাই সকাল ১১টা ৫৩ মিনিট থেকে দুপুর ১টা ১৬ পর্যন্ত মেহেরপুর সরকারী মা ও শিশু কল্যাণ কেন্দ্র ও জেলা পরিবার পরিকল্পনা অফিসে অনুসন্ধান মুলক কাজে নিয়োজিত ছিলেন।

আসামী মোতাচ্ছিম বিল্লাহ মতুর মেয়ে মা ও শিশু কল্যাণ কেন্দ্র এর চিকিৎসক হিসেবে কর্মরত থাকাতে তিনি খবরটা জেনে ক্ষিপ্ত হন। তারপর মায়ের হাসি ক্লিনিকের মালিক হিসেবে তিনি মেহেরপুর প্রতিদিন পত্রিকার সম্পাদককে আনুমানিক ২টা ২৫ মিনিটের দিকে মোবাইলে হুমকি দিয়ে বলেন তোমরা কি বারেখা হয়েছো, তোমাদের দাঁত ভেঙ্গে দিব, ৫০টা চাঁদাবাজির মামলা দিব বলে হুমকি দিয়ে ফোন কেটে দেন। এ বিষয়ে ২৬ জুলাই মেহেরপুর সদর থানাতে একটি জিডি হয়, যার নং ১৩৯১।

পরবতির্তে আসামী মোতাচ্ছিম বিল্লাহ মতু তার মালিকানাধীন মায়ের হাসি ক্লিনিকের ম্যানেজার আসামী সাইফুল বাহার স্বাধীনকে দিয়ে ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা সদর থানা মেহেরপুর বরাবর বাদীর নামে একটি মিথ্যা চাঁদাবাজির অভিযোগ লিখে থানায় অভিযোগটি জমা না দিয়ে মায়ের হাসি ক্লিনিক আইডি থেকে পোষ্ট করে। পরে মোতাচ্ছিম বিল্লাহ মতুর ছেলে মুত্তাকী বিল্লাহ শাফিন তার ফেসবুকে নামধারী সাংবাদিক লিখে শেয়ার করে।

মুত্তাকী বিল্লাহ শাফিনের পোস্টে গিয়ে আসামী তৌহিদুল ইসলাম লিওন বাদী সম্বদ্ধে কৃষ্ণ নগরী, ভাত পেতনা, চাঁদাবাজী, ৫টা বউসহ ইত্যাদি মানহানি কর কথা লিখেছেন। সে আরো বলে জেল খেটে দেশে ফিরে এখন বড় সাংবাদিক হয়েছে”। আসামী সৌমিক ব্রো কমেন্টস করে বলেছেন, “আমি থাকলে শালাকে ওন স্পট হিট করে তোর ক্লিনিকে ভর্তি করিয়ে রাখতাম”।

আসামী শামিম হাসান সোহাগ ও মেহেরাব হোসেন অপি মিথ্যা বিষয়কে শেয়ার করে লাইক দিয়ে অপপ্রচারে সহায়তা করেছে। আসামীরা একই বিষয় একাধিকবার সোসাল মিডিয়ায় প্রচার করে বিভিন্ন গ্রুপের মাধ্যমে ভাইরাল করেছে।

আসামী মেহেরাব হোসেন অপি একটি অনিবন্ধিত নিউজ পোর্টাল মেহেরপুর নিউজ ডটকম পোর্টালের ফেসবুক পেজ থেকে মোতাচ্ছিম বিল্লাহ মতুর

মিথ্যা অভিযোগটি লাইভ প্রকাশ করে এবং নিজ আইডিতেও শেয়ার করে ভাইরাল করে। আসামীদের মিথ্যা অপপ্রচার করে নিজেদের স্বার্থ রক্ষার জন্যে এবং অনুসন্ধানী ও সুস্থ ধারার সাংবাদিক গোষ্টীর পথ রুদ্ধ করেছে বলে বাদী অভিযোগ করেন।

উল্লেখ্য, সাংবাদিক মাহাবুব চান্দুর বিরুদ্ধে মিথ্যা চাঁদাবজীর অভিযোগ তোলায় গত ৩০ জুলাই মেহেরপুরের সাংবাদিক সমাজ জেলা প্রসাশকের কার্যালয়ের সামনে একটি মানববন্ধন করে।

গাংনীতে দুই তরমুজ ও এক গার্মেন্টস ব্যবসায়ীকে অর্থদণ্ড

গাংনী উপজেলা শহরে দুই তরমুজ ও এক গার্মেন্টস ব্যবসায়ীকে ১৪ হাজার টাকা অর্থদণ্ড করেছে ভ্রাম্যমান আদালতের নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রট।

দামের ভাউচার দেখাতে না পারা ও মুল্য তালিকার সাথে চালানের মিল না থাকায় তরমুজ ব্যবসায়ী আশরাফুল ইসলামকে ৪ হাজার, মনিরুল ইসলামকে ৫ হাজার টাকা ও মাত্রাতিরিক্ত দাম নেওয়ার অপরাধে গার্মেন্টস ব্যবসায়ী জাশেদুল ইসলামকে ৫ হাজার টাকা অর্থদণ্ড করেছে।

আজ বৃহস্পতিবার (৪ মার্চ) দুপুরে গাংনী উপজেলা প্রশাসন পরিচালিত ভ্রাম্যমান আদালতের নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেট ও গাংনী উপজেলা সহকারী কমিশনার (ভূমি) নাদির হোসেন শামীম এই অভিযান পরিচালনা করেন।

নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেট নাদির হোসেন শামীম জানান, ২০০৯ সালের জাতীয় ভোক্তা অধিকার সংরক্ষণ আইনের ৩৯ ধারায় এই তিন ব্যবসায়ীকে অর্থদন্ড করা হয়েছে।
এছাড়া গোস্তের দোকানগুলিতে সতর্কতামুল অভিযান চালানো হয়েছে।